গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৫
www.lawjusticediv.gov.bd

নং-বিচার-৫/যু-বিঃকাঃপঃ ৩৪/০৯-১৬০১

তারিখঃ ১৫ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ / ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল স্থানান্তর করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অনুকূলে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের দখল হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকার স্মারক নং-৩ বি-২৮/১০-৮৬৯০ জি, তারিখঃ ০৪/১২/২০১৬খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক স্থাপনা। এ ভবনটি পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের গভর্ণর এর সরকারি বাসভবন হিসেবে নির্মাণ করা হয়। পরবর্তীতে এ ভবনটিকে পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্টে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত অপরাধসমূহ যেমন-যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, ধর্ষণ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ, শান্তির বিরুদ্ধে অপরাধসহ অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িতদের বিচারকার্য পরিচালনা করার জন্য বর্তমান সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় অন্য কোথাও যৌক্তিক ও নিরাপদ স্থাপনা না পাওয়ায় সরকার পুরাতন হাইকোর্ট ভবনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করেন। উল্লেখ্য, ২০০৯ খ্রিঃ পর্যন্ত এ ভবনের একটি অংশ আইন কমিশন ও অপর অংশ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। আইন কমিশন ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ঠিকানায় স্থানান্তর করে উক্ত ভবনটিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়। ট্রাইব্যুনালে বিচার কার্য শুরুর পর অনেক কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীর ও মানবতাবিরোধী অপরাধীর বিচার কাজ সুসম্পন্ন হয়। সে কারণে এ ভবনটির ঐতিহ্য ও গুরুত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের জনগন চায় ঐতিহাসিক এ ভবনটির মর্যাদা সমুন্নত রেখে অত্র ভবনেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজ অব্যাহত থাকুক। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ ভবন হতে অন্যত্র সরানো হলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হবে এবং সর্বজনগ্রাহ্য হবে না বরং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট দেশবাসীর কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হবে।

০২। উপরোল্লিখিত সকল বিষয় বিবেচনা পূর্বক পুরাতন হাইকোর্ট ভবন হতে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল স্থানান্তর করে ভবনটি বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অনুকূলে দখল হস্তান্তর করা সমীচিন হবে না।

০৩। এমতাবস্থায়, সূত্রোক্ত পত্রের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(কাজী মুশফিক মাহবুব রবিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
Email : section5@lawjusticediv.gov.bd
ফোন: ৯৫৭৭৪২০ (অঃ)

রেজিস্ট্রার জেনারেল
বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, ঢাকা।
(দৃঃআঃ রেজিস্ট্রার, হাইকোর্ট বিভাগ)

সদয় কার্যার্থে ও জ্ঞাতার্থে বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নহে)ঃ

১. মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা (মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের নিমিত্ত)।
২. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. জনসংযোগ কর্মকর্তা, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৫. প্রোগ্রামার, আইন ও বিচার বিভাগ (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৬. অফিস কপি।